বৃহস্পতিবার, ১৪ ভাদ্র, ১৪২৪
বর্ষ : ৬, সংখ্যা : ২৯

পাহাড় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ডাকা বৈঠক ইতিবাচক, তবে অস্বস্তি রয়েছে

দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা পাহাড় সমস্যা সমাধানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্নে যে বৈঠক ডেকেছিলেন তা ফলপ্রসূ হয়েছে। বৈঠকের পর স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী এই দাবি করেছেন। এটা বৈঠকের অত্যন্ত ইতিবাচক দিক। তবে এতবড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাধান একটি মাত্র বৈঠকে হতে পারে না। এর জন্য আরও আলোচনার প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, পরের বৈঠক হবে উত্তরকন্যায় আগামী ১২ সেপ্টেম্বর। এটা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। নবান্নের বৈঠকে মোর্চা, জে জে এম, জ্যাপ সহ চারটি দলের শীর্ষ প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন। প্রথম পর্যায়ে মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ের দলগুলির সঙ্গে বৈঠক করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে নবান্নে উন্নয়ন পর্ষদগুলির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক হয়। নবান্নের বৈঠকে গোর্খাল্যান্ড ইস্যু তোলেন মোর্চা নেতারা। বৈঠকে ৫ মোর্চা নেতা যোগ দেন। মোর্চার পক্ষ থেকে বিনয় তামাং পাহাড়ে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনে মোর্চার যেসব কর্মী ও সদস্য মারা গেছেন তার সমস্ত ঘটনা খতিয়ে দেখতে সিবিআইও বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি জানান। বিষয়টি তাদের কাছে অত্যন্ত জরুরি বলে বিনয় তামাং জানান। পাশাপাশি পাহাড়ে বন্‌ধ প্রত্যাহারের জন্য বৈঠকে আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার এই আবেদনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত মোর্চা ও বন্‌ধ সমর্থকদের। পাহাড়ে বন্‌ধ প্রত্যাহৃত হলে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে। শান্তির পথ প্রশস্ত হবে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হল যে, এই বৈঠককে ঘিরে যখন পাহাড়বাসী আশায় রয়েছেন, সে সময়ে মোর্চা নেতা বিমল গুরুং সুর চড়িয়েছেন। তিনি গোর্খাল্যান্ডের দাবিকেই তুলে ধরছেন। অবশ্যই মোর্চা সুপ্রিমো বিমল গুরুংয়ের মনোভাব সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ বাংলা ভাগ কেউই মেনে নেবে না। মোর্চার মধ্যে যে এ ব্যাপারে ভিন্নমত রয়েছে তা স্পষ্ট হয়ে গেল। তবে এই দোলাচলের মধ্যেই পাহাড়বাসীর আশা যে, ১২ সেপ্টেম্বর উত্তরকন্যায় পাহাড় নিয়ে দ্বিতীয় বৈঠকের পর ছন্দে ফিরবে পাহাড়। কারণ নবান্নে বৈঠকের খবরে পাহাড়ের মেজাজ ছিল ভাল। নবান্নে বৈঠকের পর বন্‌ধ না উঠলেও, পাহাড়ে ধীরে ধীরে দোকানপাট খুলে কেনাবেচা শুরু হয়েছে। অবশ্য তাদের কোনও বাধা দেয়নি বন্‌ধ সমর্থকরা। কিন্তু গুরুংয়ের আচরণ ও মনোভাব নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। এটাই এখনও অস্বস্তির কারণ পাহাড়ে।

অমৃতবার্তা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

মারোয়াড়ী ভক্ত ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—জীবাত্মা—চিত্ত

বড়বাজারের মারোয়াড়ী ভক্তেরা আসিয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর তাঁহাদের সুখ্যাতি করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ(ভক্তদেব প্রতি)--আহা! এরা যে ভক্ত। সকলে ঠাকুরের কাছে যাওয়া—স্তব করা—প্রসাদ পাওয়া! এবার যাঁকে পুরোহিত রেখেছেন, সেটি ভাগবতের পন্ডিত। মারোয়াড়ী ভক্ত—'আমি তোমার দাস' যে বলে সে আমিটা কে? শ্রীরামকৃষ্ণ--লিঙ্গশরীর বা জীবাত্মা। মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার এই চারিটি জড়িয়ে লিঙ্গশরীর।

মারোয়াড়ী ভক্ত—জীবাত্মাটি কে? শ্রীরামকৃষ্ণ--অষ্টপাশ-জড়িত আত্মা। আর চিত্ত কাকে বলে? যে ওহো! করে উঠে।

মারোয়াড়ী—মৃত্যুর পর কি হয়? মায়া কি ? 'গীতার মত'

মারোয়াড়ী ভক্ত—মহারাজ, মরলে কি হয়? শ্রীরামকৃষ্ণ--গীতার মতে, মরবার সময় যা ভাব্‌বে, তাই হবে। ভরত রাজা হরিণ ভেবে হরিণ হয়েছিল। তাই ঈশ্বরকে লাভ করবার জন্য সাধন করা চাই। রাতদিন তাঁর চিন্তা করলে মরবার সময়ও সেই চিন্তা আসবে। মারোয়াড়ী ভক্ত—আচ্ছা, মহারাজ বিষয়ে বৈরাগ্য হয় না কেন? শ্রীরামকৃষ্ণ--**এরই নাম মায়া**। মায়াতে সৎকে অসৎ, অসৎকে সৎ বোধ হয়। "সৎ অর্থাৎ যিনি নিত্য, --পরব্রহ্ম। অসৎ--সংসার অনিত্য।" মারোয়াড়ী ভক্ত—শাস্ত্র পড়ি, কিন্তু ধারণা হয় না কেন? শ্রীরামকৃষ্ণ--পড়লে কি হবে? সাধনা--তপস্যা চাই। তাঁকে ডাকো। 'সিদ্ধি সিদ্ধি' বল্লে কি হবে, কিছু খেতে হয়। " এই সংসার কাঁটা গাছের মত । হাত দিলে রক্ত বেরোয়। যদি কাঁটা গাছ এনে, বসে বসে বলে, ঐ গাছ পুড়ে গেল, তা কি অমনি পুড়ে যাবে? জ্ঞানাগ্নি আহরণ কর।

দিনপঞ্জিকা

১৪ ভাদ্র, ভাঃ ৯ ভাদ্র **৩১ আগস্ট**, ১৪ ভাদ্, সংবৎ ১০ ভাদ্রপদ সুদি, ৮ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২১, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৫। **বৃহস্পতিবার,** দশমী **অহোরাত্র**। মূলানক্ষত্র শেষরাত্রি ঘ ৫।১৪ মিঃ। প্রীতিযোগ রাত্রি ঘ ৩।৫৭ মিঃ। তৈতিলকরণ, সন্ধ্যা ঘ ৫।৪৫ গতে গরকরণ। **জন্মে**—ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, শেষরাত্রি ঘ ৫।১৪ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। **মৃতে**—দোষ নাই। **কালবেলাদি** ঘ ২।৪৬ গতে ৫।৫৫ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ১১।৩৮ গতে ১।৪ মধ্যে। **যাত্রা**—নাই। **শুভকর্ম্ম**—নাই। **বিবিধ**—দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিন্ডন। মাসদগ্ধা। **মাহেন্দ্রযোগ**—দিবা ঘ ৭।৩ মধ্যে ও ১০।১৯ গতে ১২।৪৪ মধ্যে। **অমৃতযোগ**— রাত্রি ঘ ১২।৪৩ গতে ৩।৪ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৪ ভাদ্র, ভাঃ ৯ ভাদ্র, ৩১ আগস্ট, ১৪ ভাদ্, ৮ জেলহজ্জ উঃ ৫।২১, অঃ ৫। ৫৫ বৃহস্পতিবার, দশমী অহোরাত্র। ৮ জেলহজ্জ উরস কোরবান আলী শাহ্(হাজারীবাগ)

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

অধর্মের সাথে অরাজনীতির যোগ

ড. বাণী প্রসাদ সেন
(এক্সিকিউটিভ মেম্বার, নিউ পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন সৌসাইটি এফ ইন্ডিয়া)

গত সংখ্যার পর

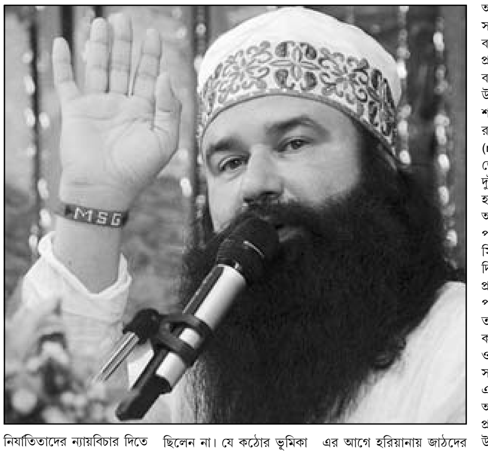

"পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন"--কবি জীবনানন্দের এই বহুচর্চিত পংক্তিটি আজ পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে খুবই প্রাসঙ্গিক বলে মনে হচ্ছে। বস্তুতপক্ষে ভারতীয় মহাজাতির সামনে এক ঘোর সংকটের সময় এসে উপনীত হয়েছে। তবে সর্বদা দেখা যায় যে বিধাতার সেই চিরাচরিত লীলাখেলায় এমন সার্বত্রিক সংকটের ঘনঘোর কৃষ্ণ মেঘের আড়ালে আশার একটু হলেও কিরণ উঁকি দেয়। এমন বিচিত্র ও বহু গুণান্বিত বাবা গুরমিত রামরহিমের বিরুদ্ধে দু'জন অপরিচিত মহিলা যারা নিজেদের পরিচয়কে গোপন রেখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীকে যেভাবে অপরিসীম সাহস সঞ্চয় করে পত্র লিখেছিলেন ও গুরমিতের বিরুদ্ধে যৌন অত্যাচারের ভয়াবহ অভিযোগ করেছিলেন এবং অনেক চাপ, অশোভন প্রস্তাব ও প্রলোভন অগ্রাহ্য করে সি.বি.আই যেভাবে মামলাটিকে তার স্বাভাবিক যুক্তিসিদ্ধ পরিণামে পৌঁছে দিতে পেরেছে তা অবশ্যই অভিনন্দনের যোগ্য। গত সোমবার ২৮ আগস্ট রোহতক জেলের অভ্যন্তরে স্থাপিত বিশেষ সি.বি.আই আদালত গুরমিত রামরহিম সিং-এর অপরাধের শাস্তি হিসাবে ধর্ষণের দুটি মামলায় প্রতিটির জন্য ১০ বছরের কারাবাসের ভিত্তিতে মোট ২০ বছরের কারাবাসের আদেশ প্রদান করেছেন। ধর্ষণের দুটি মামলাতেই ১৫ লক্ষ টাকা করে জরিমানা দিতে হবে অর্থাৎ মোট ৩০ লক্ষ টাকা রামরহিমকে জরিমানা দিতে হবে। যিনি এই স্মরণীয় মামলার মীমাংসা করে নির্যাতিতাদের ন্যায়বিচার দিতে পারলেন তিনি হলেন বিচারক জগদীপ সিং। রামরহিম নাটকের প্রথম পর্বে যেভাবে হিংসা ও হানাহানির দৃশ্যচিত্র রচিত হয়েছিল নাটকের সদ্যসমাপ্ত দ্বিতীয় পর্বে দৈববশে আর সেই চিত্রের পুনরাবৃত্তি হয়নি। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নিরাপত্তার একটি সুদৃঢ় বলয় তৈরি করা হয়েছিল। প্রথমদিনের তথা প্রথম পর্বের ব্যর্থতার গ্লানিকে মুছে ফেলার জন্য দ্বিতীয় পর্বে হরিয়ানা, পাঞ্জাব ও অন্যান্য সন্নিহিত অঞ্চলে আরক্ষা বাহিনী ছিল সতর্ক ও কর্মতৎপর। আসলে হরিয়ানা সরকার এবার আর কোনও রকমের ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক ছিল না বা শিথিলতা দেখাতে আগ্রহী ছিল না। প্রথমদিনের ঘটনার পটভূমিকায় আমরা লক্ষ্য করি যে, পুলিশের আধিকারিকরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ও সতর্ক ছিলেন না। যে কঠোর ভূমিকা রাজনৈতিক নেতৃত্বের গ্রহণ করা উচিত ছিল তা তারা যে ইচ্ছাকৃতভাবে নেননি বা নিতে পারেননি তা খুবই স্পষ্ট। সুতরাং, প্রশাসন, পুলিশ, রাজনৈতিক নেতৃত্ব অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভার সর্বস্তরেই ছিল বিচ্যুতি ও ব্যর্থতা। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে যদি সেইরকম নির্দেশ না আসে তাহলে পুলিশের সাধ্য কোথায় কঠোরতম ব্যবস্থা নেবে। এককথায় পাঁচকুলার বিশেষ আদালত যখন গুরমিতকে দন্ডিত ঘোষণা করল তখন আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যে পরিকল্পনা তৈরি করা প্রয়োজন ছিল তা মোটেই ছিল না। সবটাই হল দায়সারা, অবিন্যস্ত এবং অস্পষ্ট। পাঁচকুলায় ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করা হল না। শুধুমাত্র অস্ত্র ও আপত্তিজনক দ্রব্যের বহন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। অর্থাৎ সমগ্র ব্যাপারটাই ছিল রহস্যে আবৃত। এর আগে হরিয়ানায় জাঠদের আন্দোলনের মোকাবিলায় পুলিশের অক্ষমতা সবার নজরে এসেছিল।

প্রশাসনিক সূত্রে যথারীতি সংবাদ ছিল যে, আদালতের রায় ঘোষণার বেশ আগে থেকে অসংখ্য ডেরাপন্থী ভক্তের দল শহরের প্রাণকেন্দ্রে সমবেত হতে আরম্ভ করবে যা ধীরে ধীরে বিক্ষুব্ধ জনতার রূপ ধারণ করে। ১৪৪ ধারা সঠিকভাবে কার্যকর না হওয়ার জন্য হরিয়ানা সরকার Clerical Error অর্থাৎ করণিকের কাজে বিচ্যুতি বা ভুলকে দায়ী করেছে এবং পাঁচকুলার পুলিশ প্রশাসনের মুখ্য আধিকারিক অশোক কুমারকে সাময়িকভাবে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এই সবের মধ্যে সোমবার অর্থাৎ রায় ঘোষণার দিন যেভাবে হরিয়ানা সরকার এবং পাঞ্জাব সরকার, সাধারণ প্রশাসন, রাজ্য পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করেছিল তা যথার্থ প্রশংসার যোগ্য। রাজনীতির মঞ্চে বাবা রামরহিমের দাপট গড়ে উঠেছে দীর্ঘদিন ধরে। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভিক পর্ব থেকে এই রাজনীতি যা আসলে অরাজনীতি (non political politics) এবং ডেরাপন্থী ধর্ম যা বাস্তবে অধর্ম দুইয়ের মধ্যে আঁতাত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ২০০২ সালে এক অত্যাচারিতা সাধ্বীর পত্র পেয়ে পাঞ্জাব-হরিয়ানার উচ্চ আদালত সি.বি.আই তদন্তের আদেশ দিয়েছিল। সেই থেকে রাজনৈতিক প্রভাবকে কাজে ব্যবহার করে নানা পদ্ধতির মাধ্যমে এই ডেরাপ্রধান তদন্তকে প্রভাবিত করার অপচেষ্টা করতে থাকে। তখন হরিয়ানার ওমপ্রকাশ চৌতালার লোকদল সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। এই সময় সংবাদ প্রকাশের অপরাধে সাধ্বীর ভাই ডেরার প্রাক্তন সাধু রঞ্জিত খুন হয়ে যান। উচ্চ আদালত উপলব্ধি করেছিল যে পুলিশ, আমলা ও রাজনীতিবিদ্দের অশুভ আঁতাতে তদন্ত ঠিকঠাক হবে না। সুতরাং, উচ্চ আদালত সরাসরি সি.বি.আইকে তদন্তের নির্দেশ দেন। এরপর ২০০৪ সালে ক্ষমতায় আসে কংগ্রেস এবং মুখ্যমন্ত্রী হলেন ভূপেন্দ্র সিং হুড্ডা। কংগ্রেস তখন রামরহিমের জনসেবা ও দলিত প্রেমের মন্ত্রে মোহিত হয়ে উঠেছে। তার বিরুদ্ধে তদন্ত দূরের কথা, রামরহিমের নিরাপত্তা আরও দৃঢ় করা হল। তার জন্য হরিয়ানা সরকার জেড প্লাস নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। এরপরে বি.জেপি.র পালা। তারাও একই স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল। তবে লক্ষ্য করতে হবে যে একপ্রকার বাধ্য হয়েই বি.জে.পি সরকার এই মহান সাধুবাবাকে আদালতের কাঠগোড়ায় হাজির করাতে পেরেছে। এমনিতেই মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খট্টরের নিজস্ব ভাবমূর্তি পরিচ্ছন্ন ও সৎ, তার উপরে শেষের দিকে Damage Control অর্থাৎ পূর্বের ক্ষতির পরিপূরণের প্রয়াসটি রাজ্য সরকার সার্থকভাবে সম্পন্ন করেছে। কুরুক্ষেত্রের বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিকবার অবস্থান ও বিদ্যায়তনিক কাজের সুবাদে দেখেছি সিরসা অর্থাৎ রামরহিমের সাম্রাজ্যের সদর দপ্তরে বৈভবের ব্যাপকতা ও ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা। প্রায় দু'কিলোমিটার দৈর্ঘের অঞ্চল জুড়ে ডেরার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ। এ যেন একটা আলাদা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক-প্রশাসনিক অঞ্চল। রাষ্ট্রের মধ্যে আর একটি অনুরাষ্ট্র (Micro-state) অর্থাৎ খানিকটা ভ্যাটিকানের মত। আনুমানিক হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি। হোটেল, হসপিটাল, সিনেমা হল, কর্মসংস্থানের নানাবিধ ব্যবস্থায় একেবারে পরিপূর্ণ এই ছোট রাষ্ট্রটি। বস্তুতপক্ষে এত সুন্দর সুগঠিত রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে রামরহিম গড়ে তুলেছিল এক সমান্তরাল অর্থনীতি। ডেরা বাবা গড়ে তুলেছিল ক্ষুদ্রশিল্প থেকে তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্র সবই। গুরমিত সিনেমাতেও নিজের মহিমা প্রতিষ্ঠা করেছিল। চলচ্চিত্র জগতের অনেকেই বাবার শরণাপন্ন হত। ভক্তদের মধ্যে যাদের আমরা Celebrity বা যশস্বী বা তারকা বলি তাদের সংখ্যা রীতিমত দীর্ঘ। এখানে তাদের নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন বিশেষ নেই। এই বিপুলায়তন অণুরাষ্ট্রের গোত্রের অধিকারী ডেরা সাচা সৌদার আপাত শোভন সৌধটি যে এখনই বিধ্বস্ত হবে তা মনে করা ভুল হবে। কারণ, এদের মহিমা অপার। জনমানসের গভীরে এদের আকর্ষণের ভিৎ সুদৃঢ় ও সুপ্রথিত। শেষ অবধি সবাই রাজনৈতিক দলগুলির সদিচ্ছা ও সংকল্পের উপর নির্ভর করে এইসব বিচিত্র ব্যবস্থার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাউলভাবনা

গদাধর রানা

পর্ব ১

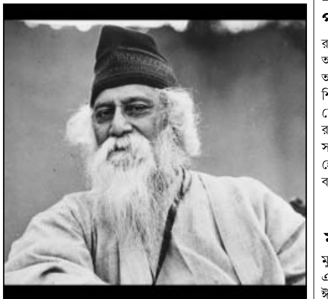

সূর্যদেব ঊষাকালে পূর্বাচলে প্রতিদিন বিচ্ছুরণ করেন আলো। নাশ করেন ঘন কাল তমসা-আস্তর। অন্ধকারকে চিরে চিরে দিনের পায়ে পরান আলোর ভূষণ। তেমনই প্রাণহীন বহু শতাব্দীপ্রাচীন ভাষা বাংলার নগ্ন ঊষাদেহে বিশ্ববিশ্রুত রাজা রাজরামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ দিলেন বসন। সেই দেহে কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ পরালেন বর্ণময় অপরূপ পরিচ্ছদ ভূষণ। রবি কবি নন শুধুই কাব্যের শিরোমণি; বাংলার তিনি প্রাণভোমরা; ভারতবর্ষের নব ভগীরথ। উষ্ণীষে তাঁর অমূল্য অসংখ্য পালক। বিশ্বসভার তিনিই ভারতপথিক পর্যটক; বাংলার মুখ। আমাদের প্রিয় কবিবরকে নিয়ে বর্তমানের কবি ও ছড়াকার ভবানীপ্রসাদ মজুমদার বললেন ঃ-

"পাইনা ভেবে ঠাঁই কোথা দিই ;
তোমায় কবি—দেব না দ্বিজে?
তোমার নামের সামনে পিছে
ঠিক বিশেষণ বসাই কী যে।"

সত্যিই, কবিবরের মতো বিশাল মাপের মানুষকে আমাদের মাঝে ধরবে কেন? এপ্রসঙ্গে কবির ভাষাতেই বলা যাক্ তবে,

"মানুষ আপনার দিকে কেবলই সমস্তকে টানতে টানতে প্রকাণ্ডতা লাভ করে। কিন্তু আপনাকে সমস্তর দিকে উৎসর্গ করতে করতে সে সামঞ্জস্য লাভ করে। এই সামঞ্জস্যতেই শান্তি।" শেযোক্ত বাক্যটিতে সামঞ্জস্য লাভের মধ্য দিয়ে প্রকৃত শান্তিকে বুঝি তুলে আনতে পেরেছেন অদ্বিতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ-ই—সমস্তর দিকে নিজেকে উৎসর্গ ক'রে ধন্যপ্রাণ তিনি। কিন্তু আমরা পারছি কই? তাইতো, কবির-ই কথামতো "আমি তোমাদেরই লোক"—একথা সত্য বলেই তাঁকে খুব কাছে পেয়েও তাঁর অসাধারণ মাপের জন্যই আজও বোধহয় আমাদের একেবারে পাশে জায়গা দিয়ে আমরা তাঁকে আপন ক'রে নিতে পারিনি। আমরা গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করার মতোই রবিকবির সৃষ্টিকেই অর্ঘ্য হিসাবে ব্যবহার ক'রে রবিপূজা ক'রে চলেছি।

বিশ্বলীলার অঙ্গনে তাঁর সৃষ্টির বাঁশরী বেজেছে কত-না অভিনব সুরে—বিচিত্র ছন্দে— তালে। রবীন্দ্র অনুধ্যানে যিনি যেমন মানসিকতারই অধিকারী হোন্‌না কেন, রবীন্দ্রসাহিত্যে পেয়ে যাবেন উপযুক্ত আবহাওয়াটি। কবির সমূহ সৃষ্টি মিলিয়ে একটিমাত্র উৎস হ'তে বিস্ময়কর ঐশ্বর্যের যে রবীন্দ্র-রত্নাকর তা আমাদেরকে অতলে টেনে নিয়ে যায় অনায়াসেই। আপন শতগুণ দুঃখকেও মহত্বের মোড়কে মুড়ে উদাসীন প্রাণে তা সহ্য ক'রেও কবি জীবনে চেষ্টা করেছিলেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছাতে। সসীমের মধ্যে বাহ্যত অবস্থান ক'রেও অসীমের সন্ধানে কাঙ্খিত জীবনদেবতার সাড়া বা স্পর্শ পাবার জন্য তিনি ঘরকে বাহির এবং বাহিরকে ঘর মনে করতেন—এই হচ্ছেন প্রিয় রবিকবি। প্রেম, পূজা, প্রকৃতি, স্বদেশ, বৈচিত্র্য—সকল কিছুর মাঝখানেই তাঁর বিচরণ। এরই মধ্য দিয়ে অহরহ চলত তাঁর জীবনদেবতার সন্ধান। প্রিয় কবি বলছেন ঃ-

"দূরে কোথায় দূরে দূরে
মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে।"

খুব শৈশব হ'তেই কবি গৃহের ঘেরা আঙিনার মাঝে নিজেকে কখনই আবদ্ধ ক'রে রাখতে পারেননি। তাইতো, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর কক্ষমধ্যের জানালায় বসে বসে তিনি বাল্যের বা কৈশোরবয়সের কৌতূহলী প্রাণ ও মন নিয়ে দূরের ঐ আকাশ, গাছগাছালি, পুকুরের জল প্রমুখ প্রকৃতির রহস্যময় প্রকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেই ভালবাসতেন। এম্‌নি করেই ক্রমে মনটি তাঁর উদাসী বাউল মনের আধার হ'তে শুরু করেছিল—একথা সর্বৈব সত্য। তিনি পথেপ্রান্তরে, জোড়াদীঘির মাঠের সীমানায়, কোপাই খোয়াই নদীর ধারে ধারে, শালপিয়ালের বনে বনে, ছাতিমতলা হ'তে বহুদূর ছাড়িয়ে পরিণতবয়সে কখনও কখনও চলে যেতেন আউল বাউল প্রাণে, আরও আরও দূরে, অনেকদূরে। ওই খররৌদ্রের মধ্যে বা ছায়াঘেরা রাস্তা দিয়ে সুমুখে চলে যাওয়া কোনো মুসাফির বা পথিকের পরিচয়টুকু জেনে নেবার মধ্য দিয়ে আপন স্বরূপকে চিনতে চেষ্টা করতেন তিনি। এ বুঝি বিশ্বসাথে নিজেকে যোগ করার প্রমাণেতেই তাঁর উদাসী বাউল বা দরবেশসম ব্যক্তিমনের পরিচয় বহন করে। গৃহী মানুষ হয়েও ছিল তাঁর মুক্ত জীবনভোগের আত্যান্তিক কামনা, আপনাকে সকল বন্ধন থেকে ছাড়িয়ে নেবার সাধনার সাফল্যেই বুঝি-বা কবির বাউল মনটি ধরা দিত প্রায়ই। অন্যদিকে আবার, শুধুই বৈরাগ্যসাধনেও মুক্তি তাঁর কাম্য ছিল না, অসংখ্য বন্ধনমাঝেই মুক্তির স্বাদ পেতে চাইতেন তিনি। তাই তিনি বললেন—'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয় / অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।' এই দ্বৈত-চেতনার সমন্বয় ছিল বলেই তো তিনি বিশ্ববরেণ্য কবিবর রবীন্দ্রনাথ। সমূহ সচেতনতাকে সংরক্ষণ করা সত্বেও ছিল তাঁর আউল-বাউল মনের মন্দিরে সবরকম মানুষের পূজার আয়োজন। তাই তো তাঁর কাব্যে স্থান পেয়েছে ব্যথাবিজয়ের প্রেরণা, মৃত্যুপথযাত্রী পেয়েছে মৃত্যুঞ্জয়ী সান্ত্বনা।

কী বা ঊষালগ্নে, কী বা অপরাহ্নবেলায় একতারা বাজিয়ে যে-বাউল মানুষটি শান্তিনিকেতনের কবির "দেহলী" নামক বাসস্থানের পাশের পথটি দিয়ে গুটি গুটি পায়ে দূর গ্রামে চলে যায়, কবি তারই পিছনে পিছনে কেন যেন তার সঙ্গী হতে চান। কবি স্বয়ং আত্মভোলা হয়ে ওই একতারার সুরে কান পেতে থাকেন, তাই বুঝি তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হতে শুনি ঃ-

"গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ
আমার মন ভোলায় রে।"

ক্রমশ

সম্পাদক সমীপেষু

পঞ্চায়েত মন্ত্রীর প্রতি

রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোট আসন্ন। পঞ্চায়েত মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ পঞ্চায়েত নির্বাচনে শিক্ষিত ব্যক্তিদের সদস্য করা হোক। অশিক্ষিত সদস্যরা রাজনীতিকে কলুষিত করছে। সদস্যদের শিক্ষার মান স্নাতক করা হোক এবং তাঁদের উপযুক্ত ভাতার ব্যবস্থা করা হোক।

—ডাঃ এস.এ.হক্
বর্ধমান-পূর্ব বর্ধমান

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি

মুসলিম সমাজে রমজান মাসে একমাস রমজান পালন করার পর ঈদ্ উৎসব হয়। এই উৎসবে সরকারি ছুটি মাত্র একদিন। হিন্দু সমাজে দুর্গাপুজো মাত্র চারদিন। এই চারদিনের জন্য ছুটি থাকে পুরো একমাস। এইরকম বৈষম্য কেন? এই রাজ্যের ৩০ শতাংশ মুসলিমদের উপেক্ষা এবং তাচ্ছিল্য করা হচ্ছে। এই বৈষম্য পরিবর্তন হওয়া দরকার।

—ডাঃ সেখ আয়নান হক্
বর্ধমান

পৃষ্ঠা বৃদ্ধি করা হোক

মহাশয়, অবিলম্বে গণউদ্যোগ লইয়া পৃষ্ঠার সংখ্যা দৈনিক ১২ পৃষ্ঠার বদলে ১৬ পৃষ্ঠা হইতে ২০ পৃষ্ঠা, নূন্যতম অন্তত ১৬ পৃষ্ঠা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। তাতে যদি ১/২ টাকা কাগজের মূল্যবৃদ্ধি করতে হয় তা পাঠকেরা নিশ্চয়ই বহন করবে। পরিকাঠামো ও ম্যানপাওয়ার ও অন্যান্য বিষয়ের গুণগত মানকে আরও উন্নততর করিবার চেষ্টা করুন। এই পত্রিকাটি ৫০/৫২ বছর পূর্ব হইতে প্রকাশিত হইলে আমি বা আমাদের মতো বহু লোক গুণাগুণ পড়ে তারা প্রকৃত মানুষের মতন মানুষ হইত। আপনাদের পত্রিকার উন্নয়ন ও সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনার্থে।

— শ্রী দেবরত্ন দে, চন্দননগর

আজব দেশ

ভারত একটা আজব দেশ। এই দেশে গরুর নিরাপত্তা আছে। কিন্তু সংখ্যালঘু মুসলিমদের কোনও নিরাপত্তা নেই। সন্দেহবশত রাস্তা ঘাটে যখন তখন খুন হতে হচ্ছে মুসলিমদের। এর কোনও বিচার নেই।

ডাঃ এস.এ.রায়, বর্ধমান

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বাদলের বিরুদ্ধে নয়।...........সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
পি-১১, সি আই টি রোড,
স্কিম- এলভি,
কলকাতা-৭০০০১৪

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
পি-১১, সি আই টি রোড,
স্কিম- এলভি,
কলকাতা-৭০০০১৪

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়